

॥ ५ ॥ অন্তর্জ্ঞান বা চেতনার প্রান্তদেশের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ (Proofs for the existence of Sub-conscious) :

অন্তর্জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণে নিম্নলিখিত সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) চেতনার প্রান্তদেশে যেসব বিষয় থাকে তা সব সময় চেতনার কেন্দ্রে আসার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে যা চেতনার প্রান্তে আছে, পরমুহূর্তেই তা চেতনার কেন্দ্রে এসে তার সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্টভাবে সচেতন করে তুলতে পারে। ধরা যাক, আমি মনোযোগ সহকারে বই পড়ছি এবং পড়ার ঘরে একটি ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ শব্দ করে চলছে। আমার মনোযোগ যখন বই থেকে সরে যায় তখন ঘড়িটার টিক্‌টিক্‌ শব্দ চেতনার কেন্দ্রস্থলে চলে এসে ঘড়িটা সম্পর্কে আমাকে সুস্পষ্টভাবে সচেতন করতে পারে।

(২) চেতনার প্রান্তে অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞানে অবস্থিত খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে চেতনায় পৃথক করা না গেলেও তা যে সমগ্র চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করে তা বেশ বোঝা যায়। সমুদ্রের তীরে বসে ঝিনুক কুড়োবার সময় ঝিনুক কুড়োবার ব্যাপারেই মন সচেতন থাকে। কিন্তু তা হলেও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ আমার মনের উপর আছড়ে পড়ছে, যদিও এই সম্মিলিত গর্জনের মধ্যে প্রতিটি ঢেউয়ের দরুন যে গর্জন সৃষ্ট হয়েছে তাকে চেতনায় বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

(৩) অন্তর্জ্ঞানে যেসব বিষয় থাকে তাদের প্রতি আমরা উদাসীন থাকলেও অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে অস্পষ্ট সচেতন না থাকলেও যখন সেই বিষয় অন্তর্হিত হয়ে যায় তখন আমরা সে সম্পর্কে সচেতন হই। যেমন—যখন আমি মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছি, তখন পাঠ্য বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রে আছে এবং ঘরে যে ঘড়িটি টিক্‌টিক্‌ শব্দে চলছে তাকে লক্ষ্যই করছি না। কিন্তু ঘড়িটি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমি তার সম্বন্ধে সচেতন হই। তাহলে ঘড়ির শব্দ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট চেতনা আমার মনে নিশ্চয় ছিল, নতুবা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ামাত্র তার সম্পর্কে সচেতন হতে পারতাম না।

(৪) চেতনার প্রান্তদেশ চেতনার কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। চেতনার প্রান্ত হল চেতনার কেন্দ্রের একটি পশ্চাদ্‌পট। অস্পষ্ট আলোকিত ঘরে বসে যখন আমি বই পড়ি, তখন বই পড়ার কাজ আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলে আছে এবং ঘরের অস্পষ্ট আলোকের পটভূমি থাকে চেতনার প্রান্তদেশে। কিন্তু চেতনার প্রান্তদেশে থেকেও ঘরের অস্পষ্ট আলোকিত অবস্থা আমার চেতনার কেন্দ্রস্থলের উপর তার ছায়াপাত ঘটায় এবং এর জন্যই অস্পষ্ট আলোকে বইটির উপর মনোযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

Sub-conscious

॥ १ ॥ নির্জ্ঞান বা অবচেতনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ (Proofs for the existence of Un-conscious) :

মনের সব অংশই চেতনার দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। 'মন' ও 'চেতনা' সমব্যাপক নয়। চেতনার পরিধি অপেক্ষা মনের পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক। মনের সামান্য একটু অংশ চেতনস্তর। অবশিষ্ট যে বৃহৎ অংশ, তা সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ের মতো জলের তলে অর্থাৎ চেতনার নিম্নস্তরে রয়েছে। মনের এই গভীরতম স্তরকেই নির্জ্ঞান বা অজ্ঞাত বা Un-conscious বলা হয়েছে।

নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেবার সপক্ষে কতকগুলি তথ্য ও যুক্তি আছে। কার্য মাত্রেরই কারণ থেকে উদ্ভূত। বাহ্য জগতে বা মনোজগতে কোথাও অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণে কোন কিছুই ঘটে না। ভূমিকম্পের কারণ নিহিত থাকে মাটির নীচে। তা আমাদের গোচরে আসে না বলে আমরা ভূমিকম্পকে 'আকস্মিক' দুর্ঘটনা বলে মনে করি। তবে, কার্যমাত্রেরই কারণ যে আমরা সব সময় অনুসন্ধান করে নির্ণয় করতে পারবো তা নয়। অনেক সময় ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এবং বিধিসঙ্গত যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে কারণের কল্পনা করে নিতে হয়।^২ ফ্রয়েড-ই (Freud) সর্বপ্রথম নির্জ্ঞানের কথা বলেন এবং নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেবার প্রমাণ উত্থাপন করেন। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, মানসিক ব্যাধি, সংবেদন ও অভিভাবন, জাগর-স্বপ্ন, স্বপ্ন, নিদ্রাকালে সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ঘটনাগুলি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(১) দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি : দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি অকারণ নয়। সংজ্ঞান কারণে এসব ঘটে না। এসব ঘটে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাবে। ডক্টর ব্রিল (Dr. Brill) নাম ভূলে যাওয়ার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর একজন সহকর্মী একটি রোগীকে তিন মাস ধরে প্রতিদিন চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই রোগীর নাম স্মরণ করতে পারেন না। ব্যাপারটি হল এই যে, রোগীটি চিকিৎসার সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়নি। রোগীর এ ধরনের অকৃতজ্ঞতায় চিকিৎসক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এদিকে সেই চিকিৎসকই তাঁর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এই আত্মীয়টি কিছু টাকা ধার চেয়ে চিকিৎসককে পত্র দিয়েছিলেন। চিকিৎসক আত্মীয়টির নিকট অনেক বিষয়ে ঝগী হলেও যেহেতু আত্মীয়টিকে তিনি পছন্দ করতেন না,

২. সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র : মনঃসমীক্ষণ, পৃ. ১৫-১৬

সেইজন্য তিনি ওই পত্রের বিষয় দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন নি। এমন কি, চিঠিটি যে কোথায় রেখেছেন তাও মনে নেই। আত্মীয়টির নাম ব্রাউন (Brown) এবং রোগীটির নাম ব্রনসন্ (Bronson)। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ব্রনসন্ নামটি ভুলে যাওয়ার মূলে এক অপ্ৰীতিকর মানসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। ব্রাউনের নাম তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন এবং তা থেকেই ব্রাউন কথাটির সাথে সামান্য সাদৃশ্য আছে এমন নামও (ব্রনসন্) তিনি বিস্মৃত হয়েছেন।^১

ডাঃ জোনস্ (Jones) নিজের কর্মজীবনের ঘটনাবলী থেকে সংকল্প বিস্মৃতির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে সমস্ত রোগীকে তিনি কোন কারণে পছন্দ করতেন না, তাদের দেখতে যাবার কথা তিনি প্রায়ই ভুলে যেতেন। সংকল্প ভুলে যাওয়ার আর একটি উদাহরণ : এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে প্রায়ই তাগাদা পেতেন কোন এক আত্মীয়ের কাছে চিঠি লেখার জন্য। কয়েকদিন তাগাদার পর তিনি চিঠিটি লিখলেন, কিন্তু চিঠিটি ডাকবাক্সে ফেলতে ভুলে গেলেন। তারপর, চাকরকে দিয়ে চিঠিটি ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। কয়েকদিন বাদে চিঠিখানি পোস্ট অফিস থেকে ফেরত এল, যেহেতু খামের উপর কোন ঠিকানা লেখা ছিল না। অন্য একটি খামে ভরে ঠিকানা লিখে এইবার ভদ্রলোকটি নিজেই তা ডাকবাক্সে ফেললেন। কিছুদিন বাদে চিঠিটি আবার ফেরত এল, যেহেতু ভুল ঠিকানা লেখায় প্রাপককে ওই ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। এবার খুব সতর্ক হয়ে সব দিক দেখে চিঠিটি ডাকে দেওয়া হল। আত্মীয়টি চিঠি পেয়ে জানালেন যে, চিঠিটিতে ডাকটিকিট না লাগানোর জন্য প্রাপককে বাড়তি পরিশ্রম দিয়ে চিঠিটি নিতে হয়েছে।

এক কথা বলতে আর এক কথা বলার মূলেও নির্জ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। ফ্রয়েড তাঁর বইয়ে অস্টিয়ার তদানীন্তন পার্লামেন্টের সভাপতির এমন একটি কথার ভুল-এর উল্লেখ করেছেন। সভার কাজ উদ্বোধন করার সময় সভাপতি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হয়েছেন, অতএব এবার সভার কাজ বন্ধ হোক।' সেই সভায় কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, যা নিয়ে সভায় তুমুল ঝড় বয়ে যাওয়ার আশঙ্কার জন্যই তিনি 'আরম্ভ' না বলে 'বন্ধ' বলে ফেলেছেন।

এইসব ক্ষেত্রে যে ভুল ঘটেছে, তা আকস্মিক নয়, কেননা কোন ভুলই দৈবাৎ ঘটে না। এই সব ভুলের পশ্চাতে একটি বিশেষ কারণ আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির মূলে কোন অপ্ৰীতিকর মানসিক অবস্থার যোগ থাকে। কিন্তু এই অপ্ৰীতিকর ঘটনার কথা সংজ্ঞানে থাকে না। এই ধরনের দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তির ব্যাখ্যার জন্য নির্জ্ঞানের প্রকল্প স্বীকার করে নিতে হয়।

(২) জাগর-স্বপ্ন : জাগর-স্বপ্ন হল জেগে স্বপ্ন দেখা। একে দিবাস্বপ্নও বলা হয়। জাগর-স্বপ্নের ব্যাখ্যা নির্জ্ঞানের প্রকল্প ছাড়া সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের মতে, জাগর-স্বপ্ন একরকম ক্ষতিপূরণের চেষ্টা। বাস্তব জগতে ব্যক্তি যে দুঃখ ও বঞ্চনা ভোগ করে, রঙীন কল্পনার জাল বুনে জাগর-স্বপ্নের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে। এখানেও নির্জ্ঞান ইচ্ছারই তৃপ্তি ঘটে।

৩. সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র : মনঃসমীক্ষণ, পৃ. ২৮-৩০

(৩) স্বপ্ন : স্বপ্নের ব্যাখ্যাও নির্জ্ঞানের প্রকল্প ছাড়া সম্ভব নয়। স্বপ্নে যা দেখা যায়, তা মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত কামনার ছদ্ম প্রতিরূপ। স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আর কেউই নির্জ্ঞানের অস্তিত্বে অশিষ্টা বিশ্বাস করেন না।

(৪) সংবেশন ও অভিভাবন (Hypnotism and Suggestion) : সংবেশন বা Hypnotism নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সংবেশনের ফলে দেখা যায় যে, শৈশবের যেসব অভিজ্ঞতা সংজ্ঞানে কিছুতেই মনে করা যাচ্ছে না, তা-ই সংবিষ্ট অবস্থায় মনে করা যায়। আবার, সংবিষ্ট অবস্থায় যা করা হয়েছে, সংবেশন থেকে জেগে উঠে তা আর মনে করা যায় না। তাহলে, সংবেশনকালে যা মনে করা হয়েছিল তা নিশ্চয় নির্জ্ঞান স্তরে জমা ছিল।

আবার, কোন ব্যক্তিকে সংবিষ্ট করে যদি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সে ৫০ মিনিট পরে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে তার টুপিটি নিয়ে আসবে এবং তা বৈঠকখানার গোলটেবিলের মধ্যস্থলে রেখে তা তিনবার প্রদক্ষিণ করবে, তাহলে দেখা যাবে যে, সে সংবিষ্ট অবস্থা থেকে জেগে যদিও সংবেশনকালে কি ঘটেছিল কিছুই স্মরণ করতে পারছে না, তবুও সংবেশনকালে প্রদত্ত নির্দেশ যথাযথ পালন করেছে। এ ধরনের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, নির্জ্ঞান মন ব্যক্তির অগোচরে ব্যক্তিটিকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছে।

(৫) মানসিক ব্যাধি : মানসিক রোগ ও উপসর্গের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষক নির্জ্ঞান স্তরের অপরিমিত প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অস্বভাবী মনসম্পন্ন ব্যক্তির নির্জ্ঞান ইচ্ছা নানা রকমের মানসিক ব্যাধি বা উপসর্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। শুচিবাইয়ের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ওই উপসর্গে রোগী অথবা রোগিনী অশুচির ভয়ে তটস্থ থাকে এবং সবকিছু শুচি বজায় রাখার জন্য সর্বদাই স্নান, হাতমুখ ধোওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এত করেও তার মনে তৃপ্তি নেই। মনঃসমীক্ষক এই রকম রোগের পিছনে কোন না কোন অবদমিত নিষিদ্ধ কামনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

(৬) কবি ও শিল্পীর প্রেরণা : কবি, শিল্পী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সৃষ্টি কখনই সচেতন প্রয়াসের ফল নয়। তা যেন মনের কোন অজানা উৎস থেকে স্বতঃউৎসারিত। কবি ও শিল্পীর এই ধরনের প্রেরণার উৎস হিসাবেও নির্জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। ইংরেজ কবি কোলরিজ বলেছেন, তাঁর বিখ্যাত কবিতা (Kubla-Khan) তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় রচিত, জেগে উঠে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন।

(৭) আবেগ : এমন কতকগুলি আবেগ আছে যা মনের মধ্যে থেকে মনের অগোচরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং হঠাৎ একদিন আমরা ওই আবেগের অস্তিত্ব জানতে পারি। কিন্তু কখন থেকে আবেগটি মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তা বুঝতে পারা যায় নি। এক্ষেত্রে আবেগটি নির্জ্ঞানেই ছিল এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন চেতনস্তরে এসেছে। প্রেম, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্জ্ঞানে ঘটে বলে অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন মনের মধ্যে এদের অস্তিত্ব দেখে আমরা চমকে উঠি।

(৮) নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া : অনেক সময় দেখা যায় যে, মন একটি সমস্যার সমাধান করার যথেষ্ট চেষ্টা করেও পারলো না। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরই হঠাৎ সমস্যাটির সমাধান মনের মধ্যে জাগলো। এক্ষেত্রে, সমস্যাটির সমাধান নিশ্চয়ই মনের চেতনস্তরে ঘটে নি, তা নির্জ্ঞান মন ঘটিয়েছে।

(৯) আকস্মিক স্মৃতি : অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটি নাম আপ্রাণ চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছি না। যখন নামটি মনে আনার সচেতন চেষ্টা পরিত্যাগ করে অন্য একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা বা কাজ করা হচ্ছে, তখন হঠাৎ সেই নামটি মনে পড়ে গেল। নির্জ্ঞান মনই যে নামটিকে চেতনার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ রকম প্রকল্প ছাড়া এ ধরনের ঘটনার সম্ভাব্যজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। চেতন মন যখন নামটি স্মরণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, তখনও নির্জ্ঞান মন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং নামটি খুঁজে পাওয়ামাত্র তা চেতনার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে।

(১০) প্রকৃত উদ্দেশ্যের রূপান্তরিত প্রকাশ : প্রকৃত উদ্দেশ্যের রূপান্তরিত প্রকাশও নির্জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ করে। স্বাভাবিক ব্যক্তির অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা তিন ভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কোন নারী হয়ত সেবাব্রতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। কিন্তু এর আসল কারণ মাতৃহত্নের কামনা তার নির্জ্ঞানে আত্মগোপন করে আছে। একে বলে 'উদ্গতি' (sublimation)। দ্বিতীয়ত, কোন নারী হয়ত অনেকগুলি বিড়াল পুষে ও তাদের আদরযত্ন করে খুব আনন্দ পান। এর মূলে আছে নির্জ্ঞানে অবদমিত তাঁর সন্তানহীনতার জন্য মাতৃহত্নের কামনা। একে বলা হয় 'অতিক্রান্তি' (displacement)। তৃতীয়ত, কোন সৎ ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে অন্যায় শাস্তি লাভ করে এক দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তে পরিণত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে, নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একে বলা হয় 'বিপরীত গঠন' (reaction formation)।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নির্জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মনোবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব এখন আর কেউই অবিশ্বাস করেন না, বিশেষ করে ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ প্রচারিত হওয়ার পর।